যুগান্তর

তারিখ ... 06-NOV 2008
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম - ৭

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার সুপারিশ

সিপিডির সংলাপে একক মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পুনর্নির্ধারণ, দু'মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে শিক্ষার জন্য 'শিক্ষা ও জনসম্পদ মন্ত্রণালয়' নামে শুধু একটি মন্ত্রণালয় ও একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনসহ শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ—সিপিডি। বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত এক সংলাপে তারা বলেছেন, ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে 'সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' (এমডিজি) ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বের উপযোগী জনসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে এগুলো বাস্তবায়ন করা দরকার।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সভাপতিত্বে বিকালে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত ওই সংলাপে বক্তারা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুধু শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষকরাও ড্রপ আউট করেন। অর্থাৎ প্রায় ৫০ ভাগ শিক্ষক চাকরি ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যান। প্রাথমিক শিক্ষকরা কার্যসময়ের ৫০ ভাগ সময়ই সরকারি ফরমায়েশে শিক্ষাবহির্ভূত কাজে ব্যয় করতে বাধ্য হন। এছাড়া বেতন-ভাতাসহ নানা ধরনের অভাব-অনুযোগ তো রয়েছেই। ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হন খুবই কম।

সিপিডি এবং ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন (ক্যাম্পে) আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন : মান ও সমতা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে দুটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মাহবুব হাসান এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সিনিয়র উপদেষ্টা ড. মনজুর আহমেদ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বদরুল আলম তরফদার এতে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক সাদেক আহমেদ, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক শফি আহমেদ, জাতীয় পার্টির (জেপি) মহাসচিব এবিএম শহীদুল ইসলাম, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের অধ্যাপক আহমদুল্লাহ মিয়া, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ... চৌধুরী, মোফাদ আহমেদ, প্রাথমিক শিক্ষক নেতা আবদুল আউয়াল সিদ্দিক, বিএম আব্দুল্লাহ, শামসুল আলম প্রমুখ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারাও এতে উপস্থিত ছিলেন।

রাশেদা কে চৌধুরী সিপিডি উত্থাপিত সুপারিশগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, শিক্ষার জন্য একটি মাত্র মন্ত্রণালয় এবং স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ভালো হয়েছে। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্জনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, শিক্ষকদের এক্ষেত্রে আরও ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে জাতীয় দায়িত্বশীলতা দরকার। ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এত বিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা কখনোই কাম্য নয়।